ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে জাবি'র এক শিক্ষক গাড়িচাপা পড়ে নিহত হওয়ার পর– (বাঁ থেকে) রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ছাত্রদের অবস্থান; গাড়ি ভাংচুর; ইনসেটে নিহত শিক্ষক; সড়ক অবরোধের পর গাড়িশূন্য মহাসড়ক
-যুগান্তর

বাস চাপায় জাবি শিক্ষক নিহত : ক্রুদ্ধ ছাত্রদের তুলকালাম

ঢাকা-আরিচা সড়কে অবরোধ ভাংচুর

জাহিদুর রহমান/জাভেদ মোস্তফা, *জাবি থেকে*

গতকাল সকালে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে দ্রুতগামী বাসের ধাক্কায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক কাউসার হুসাইন (৪০) নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শত শত ছাত্রছাত্রী রাস্তায় বেরিয়ে আসে। ক্ষুব্ধ ছাত্ররা ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে এবং ১০টি বাস-ট্রাক ভাংচুর করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সড়ক অবরোধ অব্যাহত থাকলে ঢাকা-আরিচা সড়কে শত শত যানবাহন আটকা পড়ায় নারী ও শিশুযাত্রীদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হয়। সন্ধ্যায় পুলিশ অবরোধ তুলতে কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে এবং ১৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। নিহত অধ্যাপক কাউসার হুসাইন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ছিলেন। সন্ধ্যার পর ছাত্ররা আবার সড়ক অবরোধের চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। দীর্ঘক্ষণ ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়। শেষ সংবাদ পাওয়া পর্যন্ত ছাত্ররা ক্যাম্পাসে ফিরে গেলেও ঢাকা-আরিচা সড়কে যানবাহন চলাচল করেনি।

জাবি : পৃষ্ঠা : ১৫ কলাম : ৫

জাবি : ছাত্রদের তুলকালাম

(১ম পৃষ্ঠার পর)

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের অদূরে অরুণাপল্লী হাউজিং সোসাইটিতে জেলেদের মাছ ধরার কাজ তদারকির জন্য তিনি সাইকেল নিয়ে রওনা হন। ডেইরি গেটে মহাসড়ক অতিক্রম করার সময় ঢাকা-রাজশাহীর মডার্ন এন্টারপ্রাইজের একটি কোচ রোড ডিভাইডারের রংসাইড দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে এসে অধ্যাপক কাউসার হুসাইনকে ধাক্কা দিলে তিনি রাস্তায় পড়ে যান। আশপাশের লোকজনের চিৎকারে গাড়ির ড্রাইভার প্রথমে গাড়িটি থামায়। কিন্তু মাত্র এক মিনিট পরেই ঘাতক চালক আবার গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় পেছনের চাকা শিক্ষক কাউসার হুসাইনের ওপর দিয়ে চলে যায়। গেটে কর্তব্যরত দারোয়ান আজমত আলী রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে ভ্যানে করে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে আসে। অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। অবস্থার আরও অবনতি হলে তাকে পঙ্গু হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। বাসের চাপায় কাউসার হুসাইনের দুটি উরু চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং নাক-মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত পড়তে থাকে। মৃত্যুর খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে বিক্ষুব্ধ শত শত ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ মাইল গেট থেকে লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ পর্যন্ত দিনব্যাপী দেড় কিলোমিটার দীর্ঘ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। ভাংচুর করে বেশ কয়েকটি গাড়ি। ঘাতক গাড়ির চালক আটক ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত মডার্ন পরিবহনের কোন বাস ঢাকা-আরিচা মহাসড়কে চলতে দেয়া হবে না বলে অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীরা জানিয়েছে। অবরোধের ৭ ঘণ্টা পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, ছাত্র নেতৃবৃন্দ, পুলিশ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বাস মালিক সমিতির নেতৃবৃন্দ অবরোধ ভাঙতে বৈঠকে বসেছেন। সকালে যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার [illegible]

[illegible] হতবিহ্বল হয়ে পড়েন তার সহকর্মীরা। কাউসার হুসাইনের মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতদিনের শোক পালন, দোষীদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান, স্থায়ী ট্রাফিক ব্যবস্থা ও স্পিডব্রেকার স্থাপনের দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনগুলো। জাবি শিক্ষক সমিতি, জাবি সাংবাদিক সমিতি, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ, মানবাধিকার সাংবাদিক ফোরাম এই কৃতী শিক্ষকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। নিহত কাউসার হুসাইন ১৯৮১-৮১ শিক্ষাবর্ষের ইংরেজি বিভাগের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের একাদশ ব্যাচের ছাত্র এবং ৮৬-৮৭ সালে সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ছিলেন।

তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দৈনিক দেশ ও বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ছিলেন। কাউসার হুসাইন কবি, অনুবাদক ও লেখক ছিলেন। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় পুলিশ অবরোধ ভাঙতে ১০/১২ রাউন্ড টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ১৫ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করেছে।

ঢাকা-আরিচা সড়কে অবরোধকারী ছাত্রছাত্রীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশের লাঠিচার্জ, নিক্ষিপ্ত রাবার বুলেট ও টিয়ার শেলে দেড় শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। গভীর রাত পর্যন্ত পুলিশের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া চলে। পুলিশ বিক্ষোভকারী ছাত্রদের তল্লাশির নামে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের তিন-চারটি এবং টিএসসির ১২/১৩টি কক্ষ ভাংচুর করে। পুলিশের হামলার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা রাতে প্রক্টর ড. এনামুল্লাহ পারভেজের গাড়ি ভাংচুর করে এবং তার পদত্যাগের দাবিতে মিছিল করে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সন্ধ্যা ৭টায় ছাত্রছাত্রীরা দ্বিতীয় দফা অবরোধের জন্য মহাসড়কে গেলে পুলিশ ৫০-৬০ রাউন্ড রাবার বুলেট এবং ১০-১২টি টিয়ার শেল নিক্ষেপ করে এবং লাঠিচার্জ করতে করতে ছাত্রছাত্রীদের মহাসড়ক থেকে ২০০ গজ ভেতরে নতুন কলাভবন পর্যন্ত নিয়ে আসে। সাংবাদিকরাও পুলিশের হামলা থেকে রেহাই পাননি। হামলার সময় পুলিশ ছাত্রীদেরও লাঞ্ছিত করে এবং অকথ্য ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের গালিগালাজ করেছে বলে বিক্ষোভকারীরা জানায়। পুলিশ সন্ধ্যার পর মহাসড়কের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেও কোন গাড়ি চলাচল করেনি। ছাত্রছাত্রীরা হলে ফিরে না গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ক্যাম্পাসেই অবস্থান করে। এ সময় তাদের সঙ্গে পুলিশের কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া হয়েছে।